ডিএসসিএসসি ২০১৫-২০১৬ কোর্সের গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স, ডিএসসিএসসি, মিরপুর সেনানিবাস, বৃহস্পতিবার, ০৬ ফাল্গুন ১৪২২, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ,
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,
ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের কমান্ড্যান্ট এবং
কোর্স সমাপনকারী অফিসারবৃন্দ,
সমবেত সুধিমন্ডলী,

আস্‌সালামু আলাইকুম and a very good morning to you all.

সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা। আজ যারা গ্র্যাজুয়েট হয়েছ' তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'পিএসসি' ডিগ্রি অর্জন অফিসারদের জন্য গৌরবের বিষয়।

এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি- **জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে জীবন দানকারী বাংলাদেশের ১২৮ জন বীরকে**। স্বজন হারানো পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মাস। আজ বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি- স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে জীবন দানকারী শহীদ-সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারসহ সকলকে। ভাষার জন্য জীবন দানের ইতিহাস একমাত্র বাঙালিরই আছে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয় দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রাম। ১৯৭১ সালে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। **বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশব্যাপী গণজাগরণই ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মূল হাতিয়ার**। আর এই মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। তাদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ লোক শহীদ হয়েছেন, ২ লাখ মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। ৩ কোটি মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হন। তাদের সকলের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সশস্ত্র বাহিনী দেশের জাতীয় সম্পদ। **স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জাতীয় ক্ষমতা কাঠামোর অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান**। জাতির পিতা এই উপলব্ধি থেকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সুশৃঙ্খল ও পেশাদার একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

সেই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্টাফ কলেজ সেনাবাহিনীর ৪০টি, নৌ বাহিনীর ৩৪টি এবং বিমান বাহিনীর ৩৬টি স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেছে।

স্টাফ কলেজটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনন্য এক প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি লাভ করেছে। **বন্ধুপ্রতীম ৩৮টি দেশের ৯২৭ জন অফিসার এ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন**। যা কলেজটির বিশেষ সাফল্য। এজন্য আমি কলেজের কমান্ড্যান্ট, অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও অফিসারগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সামরিক বাহিনীর কমান্ড ও স্টাফ কলেজের অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণে আমাদের সরকার ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। স্টাফ কলেজের বহুতল একাডেমিক ভবনসহ আরও কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপনা নির্মিত হয়েছে।

যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে। সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই সময়ের প্রয়োজনীয় একাডেমিক বিষয়সমূহ গুরত্বের সঙ্গে নেয়া হয়েছে, যা দেশ-বিদেশে কলেজটির গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলছে।

গ্র্যাজুয়েট অফিসারবৃন্দ,

কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আজ তোমরা সমর বিজ্ঞানের উপর উচচতর ডিগ্রি লাভ করেছ। এই দিনটি তাই তোমাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি দিন। এই প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান তোমাদের আরও দায়িত্বশীল করে তুলবে। যে কোন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তোমরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। বড় ধরণের অবস্থানে নেতৃত্ব দিতে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

এ বছর মোট ১১ জন মহিলা অফিসার গ্র্যাজুয়েট হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবছর মহিলা অফিসারদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রশংসিত হচ্ছে। সশস্ত্র বাহিনীতে নারীদের অংশ গ্রহণ বর্তমান সরকার গৃহীত-'নারীর ক্ষমতায়ন' নীতির আরেকটি ধারা। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নারী সৈনিকদের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। ১৯৯৬ **সালে আমাদের সরকারই প্রথম বারের মত সেনাবাহিনী এবং পুলিশ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়**।

গ্র্যাজুয়েট অফিসারদের স্ত্রীগণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন গঠনমূলক সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। **'পিএসসি' ডিগ্রি অর্জনকারীরা স্ত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ এবং উৎসাহের কারণেই আজ গর্বিত 'মিরপুরিয়ান'**। সত্য কথা হচ্ছে- নারীর সহযোগিতা ছাড়া পুরুষের অগ্রগামী হওয়া দুঃসাধ্য। আমি সকলের পেশাগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সাফল্য কামনা করছি।

বন্ধুপ্রতীম দেশের গ্র্যাজুয়েট অফিসারবৃন্দ,

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মৌলিক দর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, **'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়।'** বৈশ্বিক শান্তির প্রতি বাংলাদেশের আকাঙ্খা, সমর্থন, সক্রিয়তা এবং শ্রদ্ধাবোধই বলে দিচ্ছে- আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতে জাতির পিতার দর্শন বহাল রয়েছে। এই নীতিতেই আপনাদের দেশের সঙ্গে আমাদের উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্রমাগত সুদৃঢ় হচ্ছে।

আপনাদের অংশগ্রহণে স্টাফ কলেজ সম্মানিত হয়েছে। এখানে অধ্যয়নকালে আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আপনাদের কিছু ধারণা হয়েছে। 'ট্র্যাক থ্রি ডিপ্লোমেসি'র এই যুগে 'পিএসসি' ডিগ্রি অর্জনকারী বিভিন্ন দেশের সেনা সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়, একে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং কোর্সে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সংহতি ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করবে।

আশা করি- নিজের দেশে ফিরে গিয়ে আপনারা প্রত্যেকে আমাদের সম্মানিত দূত হিসেবে কাজ করবেন। **বাংলাদেশের জনগণের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা, এ দেশের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জনগণের আন্তরিক অতিথিপরায়ণতার কথা আপনাদের জনগণের কাছে তুলে ধরবেন**। আপনাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য ও দেশবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন।

সুধিমন্ডলী,

মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সার্বক্ষণিক সতর্ক রয়েছে। পাশাপাশি দেশপ্রেমিক এই বাহিনী সিডর কিংবা আইলার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তাজরিন ফ্যাশনে অগ্নিসংযোগ কিংবা রানা প্লাজার ধ্বংসযজ্ঞ মোকাবেলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।

দেশের বিশেষ উন্নয়ন কার্যক্রম দেখাশোনা এবং বড় ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ কাজে তারা দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বেসামরিক প্রশাসনের প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে। **বিশেষ করে ২০০৮ সালে ১ কোটি ৩৯ লাখ ভুয়া ভোটার বাদ দিয়ে ছবি সম্বলিত একটি স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করে তারা দেশব্যাপী ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে**।

শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতা ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা, গণতন্ত্রে উত্তরণ, সামাজিক অগ্রগতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনসহ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বহুবিধ কর্মকান্ড পরিচালনায় সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে। যা বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বাণ কি মুন ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া বক্তৃতায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের প্রশংসা করে বলেছেন, **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ নেতৃত্বের স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। বিশ্বে মোট শান্তিরক্ষীদের প্রতি ১০ জনের ১ জন বাংলাদেশের।** ১৯৮৮ সালে শুরুর বছর 'পর্যবেক্ষক' থেকে শুরু করে পরবর্তীতে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া মোট ৬৬টি মিশনের মধ্যে বাংলাদেশ ৪৫টিতে অংশ নেয়।

বর্তমানে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম চলমান ১৬টি মিশনের মধ্যে ১১টিতে বাংলাদেশের ৮ হাজার ৫০১ জন শান্তিরক্ষা করছে। শান্তিরক্ষী প্রেরণে এখনো আমরা শীর্ষে অবস্থান করছি। শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত আমাদের কোন সদস্যের অনাকাঙ্খিত আচরণ ও কর্মকান্ড বরদাশত করা হবে না। কোনভাবেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সুনাম প্রশ্নবিদ্ধ হতে দেয়া হবে না।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁরই দেখানো পথেই আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াইয়ে এবার আমরা বিজয় নিশ্চিত করব। আর এজন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে বিচক্ষণতার সঙ্গে যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, দেশ এখন জোর কদমে এগিয়ে চলছে। **কোন অশুভ শক্তির কালো থাবা যেন আমাদের গতি ব্যহত করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে সবসময় বিবেক দিয়ে পরিচালিত হতে হবে**।

আইনী লড়াইয়ে আমরা সমুদ্রসীমা বিজয় করেছি। শান্তিপূর্ণভাবে ছিটমহল বিনিময় ও স্থল সীমানা নির্ধারণ করেছি। নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ চলছে। এ বছর বিনামূল্যে ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই বিতরণ করেছি। বর্তমানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে। দেশে এখন সাক্ষরতার হার ৭১%। প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ৫০.৫% (২০০৭ সালে) থেকে বর্তমানে ২০.৪% নামিয়ে এনেছি।

মানুষের জীবনযাত্রার মান পাল্টেছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৩১৬ মার্কিন ডলার। আওয়ামী লীগই অতীতের সকল আন্দোলন, সংগ্রামে বিজয় ও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের কান্ডারী ছিল। আগামীতে আওয়ামী লীগই অর্থনৈতিক মুক্তির দিশারী।

আসুন- সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় **জাতির পিতার স্বপ্নের- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলি**। আপনাদের সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...